গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নিবন্ধন পরিদপ্তর
১৪ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা

স্মারক নং- নিপ/৫১৬৫ তারিখঃ ১৬/০৪/১৫ খ্রিঃ

প্রেরকঃ- মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন, বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাপকঃ- জেলা রেজিস্ট্রার, ঢাকা।

বিষয়ঃ অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২ এর ৬ (১) ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন আইনের ৫২ক ধারা প্রতিপালন না করিয়া রেজিস্ট্রিকরণ বিষয়ে আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ- সাব-রেজিস্ট্রার, তেজগাঁও ও সুত্রাপুর এর স্মারক নং-৯৭ ও ৯০ তারিখঃ ১৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রে উল্লিখিত স্মারকে বিবেচ্য দলিলসমূহ নিবন্ধনের বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় এর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী মালিকানা নির্ধারিত হওয়ায় এবং প্রস্তাবিত দলিলের তফসিলভুক্ত সম্পত্তি পরিত্যক্ত নয় মর্মে ঘোষিত হওয়ায় যে আকারে ও প্রকারে অপ্রত্যাহারযোগ্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিল সম্পাদন করা হয়েছে তা নিবন্ধনযোগ্য। বিবেচ্য দলিলটির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন আইনের ধারা ৫২ক বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইনের ধারা ৬(১) অনুযায়ী সর্বশেষ খতিয়ান পাওয়ারদাতার নামে থাকার বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের রায়/আদেশ দ্বারা নিষ্পত্তি হয়েছে।

আইনী বাধ্যবাধকতার ব্যাক্ষার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিবেচ্য ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়/আদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১১ অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ১৫২ এ উল্লিখিত 'আইন' অভিব্যক্তির সাথে পঠিতব্য, একটি আইন (Judge made law) এই আইন সকল আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয়। অপরদিকে অনুচ্ছেদ ১১২ অনুযায়ী সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ মহামান্য সুপ্রিমকোর্টকে সহায়তা দিতে বাধ্য। সে বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট আদেশকে বিবেচ্য রেজিস্ট্রেশন আইনের ধারা ৫২ক বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইনের ধারা ৬(১) এর উপর প্রাধান্য দিতে আইনতঃ বাধ্য। এতে বিবেচ্য ধারা দুইটির আইনী বাধ্যবাধকতা কোন ভাবেই ব্যাহত হবে না। এমতাবস্তায় উপরোক্ত মতামতের আলোকে সংশ্লিষ্ট দলিলসমুহ রেজিস্ট্রিকরনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য তাহাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

স্বাক্ষরিত
(খান মোঃ আবদুল মান্নান)
মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন
বাংলাদেশ, ঢাকা।